গাংনীর বাওটে আশা অফিসের সিঁড়ি ও রুমের মধ্যে ছোপ ছোপ রক্ত, নিখোঁজ পিওন,

বেসরকারী এনজিও আশা’র অফিস কক্ষের সিঁড়ি ও রুমের মধ্যে ছোপ ছোপ রক্ত পড়ে আছে। কিন্তু কোনো দেহ নেই। এ ঘটনায় হ্মিপ্ত জনতা শাখা ব্যবস্থাপক আমিনুল ইসলামকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছেন।

আজ রবিবার (২ অক্টোবার) সকালে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের বাওট গ্রামে এনজিও সংস্থা আশা’র ব্রাঞ্চ অফিসে এ ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ রয়েছেন ওই অফিসের পিওন কাম কুক হৃদয় হোসেন (১৮)। হৃদয় হোসেন গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান

হৃদয় হোসেনের ভাই বিজয় জানান, গতরাতে তার অফিসের ম্যানেজারসহ ৪/৫ জন লোক আমাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে ভাইকে নিয়ে আসেন। সে তাদের সাথে এসে আর ফিরে যায়নি। সকালে হৃদয়কে তার কর্মস্থল এনজিও আশা’র বাওট ব্রাঞ্চে খুঁজতে যায়। খুঁজতে গিয়ে রুমের মধ্যে ও সিঁড়িতে ছোপ ছোপ রক্ত পেলেও হৃদয় হোসেনের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। এসময় স্থানীয়রা ব্রাঞ্চের ব্যবস্থাপক কে আটক করে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে হেফাজতে নেন।

নিখোঁজ হৃদয়ের ভাই বিজয় জানান, আশার ব্রাঞ্চ ব্যবস্থাপক সাথে একই অফিসের মাঠ কর্মী সামিয়া খাতুনের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। কয়েকদিন আগে তারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় আমার ভাই ভিডিয়ো ধারন করেছিলো। পরে সেই ভিডিয়ো ধারন নিয়ে ম্যানেজার আমার ভাইকে হুমকীও দিয়েছিলো।

হৃদয়ের মা আক্তার বানু বলেন, গতকাল রাতে হৃদয়ের বাড়িতে ম্যানেজার আমিনুল ইসলামসহ অজ্ঞাত ৪/৫ জন লোক খাওয়া দাওয়া করে হৃদয়কে অফিসে নিয়ে আসে ম্যানেজার। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি সে। ধারনা করা হচ্ছে তাকে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলেছে।

এদিকে আজ সকাল থেকে আশা অফিসে কোনো কর্মকর্তা বা মাঠ কর্মীকে পাওয়া যায়নি। সবাই পলাতক রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে ম্যানেজারকে উদদ্ধার করেছে। বর্তমানে নিখোঁজের বডি আশেপাশের জঙ্গল বা পুকুরসহ অন্যান্য স্থানে খোঁজা হচ্ছে।

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

গত পর্বের ফলোআপ

অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজের শিক্ষক নুরুল ইসলাম ওরফে লালন ও জামান উদ্দিনকে শোকজ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তবে কি করতে হবে না জানা থাকায় মাদার আলীকে এখনো শোকজন করেননি সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

গত ২৫ সেপ্টম্বর “এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে, প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় চলেন তাঁরা, অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা, মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার” শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ হয় । সংবাদ প্রকাশের পর থেকে বিভিন্ন স্থানে ধর্ণা দেওয়া শুরু করেছেন ওই চারজন।

মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ওমর খৈয়াম উষা মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের তাদের দুই শিক্ষক নুরুল ইসলাম ও জামান উদ্দিনের বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার মূল হোতা হিসেবে সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রকাশের কারণে তাদের দুজনকে শোকজ করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত অভিযোগের জবাব দিতে বলা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। তারা কলেজের বাইরে কি করেন তা বলতে পারবো না।

তবে, সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাজুল ইসলাম বলেন, লাইব্রেরীয়ান মাদার আলীর বিরুদ্ধে প্রকাশিত সংবাদ দেখেছি। এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকায় শোকজ করতে পারিনি। এমনকি তার বিরুদ্ধে কি করণীয় তাও জানিনা। আগামীকাল

(আজ) রবিবার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা স্যারের কাছে জেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আরও পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল - জামান - নুরুল - মাদার

স্থানীয় বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, চারজনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর থেকে চারজনই এলাকা থেকে আত্মগোপনে রয়েছেন। নুরুল ইসলাম ও জামান উদ্দিনের দায়িত্ব নিয়ে মাদার আলী বিভিন্ন মহলে দোড়ঝাপ শুরু করেছেন। এমনকি নুরুল ইসলাম ও জামান উদ্দিনের কাছে থেকে মাদার আলী আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন বিষয়টি ম্যানেজ করা হবে বলে।

অপরদিকে, সংবাদ প্রকাশের দিনই প্রথমে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদককে মোবাইল ফোনে হুমকি দিয়ে দেখা করতে আসবেন বলে জানান অনলাইন জুয়ার হোতা মুকুল ইসলাম। কিন্তু পরে তিনি আর আসেননি।

ওই দিনই সন্ধ্যায় মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে আসেন আরেক হোতা মাদাার আলী। তিনি এক বছর আগে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ছিলেন বলে স্বীকার করেন। তবে বর্তমানে এই জগতের কারো সাথে তার যোগাযোগ নেই বলে দাবী করেন। অন্য দুই হোতা নুরুল ইসলাম ও জামান উদ্দিনের তার যোগাযোগ নেই বলে দাবী করলেও তাদের দেওয়া লিখিত প্রতিবারে প্রতিটি কথা হুবুহু মিলে গেছে। যা থেকেও মেহেরপুর প্রতিদিন ধারণা করছে তারা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

নুরুল, মাদাার, মুকুল ও জামানের সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সূত্র থেকে তাদের সাথে জড়িতদের তালিকা মেহেরপুর প্রতিদিনের হাতে এসেছে। মেহেরপুর প্রতিদিন তালিকা হাতে পাওয়ার পর অনুসন্ধান অব্যহত রেখেছে। তালিকার মধ্যে থেকে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজনের সম্পৃক্তার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। তবে এ অনলাইন জুয়ার এ গ্রুপটি শুধু মেহেরপুর থেকেই নয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনলাইন জুয়া এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সিআইডির কাছে কয়েকজন জুয়ার এজেন্ট আটকের পর রাশিয়ান জুয়া সাইট ওয়ান এক্সবেট বাংলাদেশে বন্ধ করে দেয় প্রতিষ্ঠানটি। এখন তারা মেইলবেট ও লাইনবেট সাইটের মাধ্যমে জুয়ার

লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন। মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামসহ বেশ কয়েকটি গ্রামের প্রায় দুই শতাধিক এজেন্ট সারা বাংলাদেশে এ জুয়া নিয়ন্ত্রণ করছেন। এতে এজেন্টরা কোটিপতি বনে গেলেও নি:স্ব হচ্ছে হাজার হাজার তরুণ ও যুবকরা।

বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে কয়েকজন আটক হয়েছে। আটকের ফলে অন্যরা এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। কৌশলে জেলার বাইরে থেকেও লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে মেহেরপুরের সাইবার ক্রাইম বিভাগ ও ডিবি পুলিশ যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ৫ জনকে আটক করেছেন। তাদের স্বাকারোক্তি অনুযায়ী আরো ১৫ জনকে আসামি করে একটি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছেন। মামলার অন্যান্য আসামিরা পলাতক রয়েছে। পুলিশের স্বীকারোক্তিতে একটি চ্যানেল থেকে দিনে দেড় কোটি টাকা লেনদেনের তথ্যও দিয়েছে তারা।

২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। গত পর্বে অনলাইজন জুয়ার মূল হোতা চারজনকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হয়। সে সংবাদের কিছুটা এখানে তুলে ধরা হলো।

চার হোতাদের মধ্যে জামান উদ্দিন ওরফে মাস্টার ও নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার দুজনই মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু কলেজটি এখনো এমপিও ভুক্ত হয়নি। তারা দুজনই মুকুল ইসলামের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। অপরদিকে, মাদার আলী মাস্টারও নিজেই এ অনলাইন জুয়ার হোতা হয়ে উঠেছেন।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

জামান মাস্টার ঢাকার একটি গার্মেন্টেসে চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে তিনি নিজ গ্রামে চলে আসেন। কলেজ শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি নবাব ও মুকুলের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। এর পর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কোমরপুর বাজারে ডাচ বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট নিয়ে ব্যাংকিং ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। মূলত অনলাইনের লেনদেনগুলো যেন তার ব্যাংকে থেকেই করতে পারেন। পাশাপাশি কেউ যেন সন্দেহ করতেও না পারেন তাকে। কোথায় থেকে এত টাকা মালিক হচ্ছেন। বছর তিনেক আগে মাটির ঘরে বসবাস করলেও বর্তমানে আলিশান বাড়ি তৈরি করেছেন। ব্যবহার করেন দামি মোটরসাইকেলও।

নুরুল ইসলাম ওরফে মাস্টার গরিব ঘরের সন্তান। তিনি মুজিবনগর আদর্শ কলেজের শিক্ষক। তিনিও জড়িয়ে পড়েন অনলাইন জুয়ায়। শুরু করেন লাইনবেট অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে। পরবর্তিতে তিনি কেদারগঞ্জ বাজারে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। তার পাশে মার্কেন্টাইল ব্যাংক নামের আরেকটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। পরবর্তিতে আরো একটি ব্যাংকের এজেন্ট নেন। তিনি স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, কয়েকমাস আগে তিনি একই দাগে প্রায় কয়েক বিঘা জমি কিনেছেন প্রায় কোটি টাকা দিয়ে। দুই তলা বিশিষ্ট বাড়িও করেছের নিজ গ্রামে। আর এ সবকিছুর উৎস অনলাইন জুয়া।

মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। অথচ কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছেলে অনিক ঢাকায় বাসা ভাড়া করে অভিযাত জীবনযাপন করেন বলে জানা গেছে।

মাদার আলীকেও কয়েক মাস আগে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিলো বলে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে। পুলিশ সুপারের নামে স্থানীয় অনলাইন এজেন্টদের কাছে টাকা তোলার অভিযোগ ছিলো তার বিরুদ্ধে।

এই তিনজনই স্থানীয় প্রভাবশালী এক নেতার সানিধ্য থেকে নিজেদের বড় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দাবী করেন। এমনকি সুযোগ পেলেই জনপ্রতিনিধিদের সাথে ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিয়ে নিজেদের জানান দেন। অভিযোগ রয়েছে তাদের নাম যেন কোন সংবাদে না আসে কয়েকজনকে সাংবাদিককেও মাসোহারা দিয়ে থাকেন।

আরও পড়ুন অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

অপরজন, মুকুল ইসলাম। তিনি অনলাইন জুয়ার মূল হোতা। তিনি কোমরপুর গ্রামের ইজারুল ইসলামের ছেলে। তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি ইনকামের নেশায় মাহফুজুর রহমান নবাবের সাথে অনলাইন জুয়া খেলায় জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তিতে তার মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট চ্যানেল দিয়ে পুরো এলাকা অনলাইন জুয়ায় ছাপিয়ে দেন। বিভিন্ন জনের কাছে থেকে বিভিন্ন

অংকের টাকা নিয়ে তিনি লাইনবেটের এজেন্ট বিক্রি করেন। এবং একই সঙ্গে নিজেও জুয়া খেলেন। অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন জনের কাছে থেকে তিনি চ্যানেল বিক্রির নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন কিন্তু অনেককেই চ্যানেল দিতে পারেননি। তিনি নিজেও জুয়া খেলে চ্যানেল বিক্রির টাকা নস্ট করে সর্বশান্ত হয়েছেন। অন্যান্যরা কোটিপতি হলেও তিনি জুয়ায় হেরে ধীরে ধীরে নি:স্ব হচ্ছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে গতকাল এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। অনুসন্ধানে ওই চারজনের বিরুদ্ধে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের সম্পদের হিসাব নিকাশও পাওয়া গেছে। আরো গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরা হবে। ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের তথ্য তুলে ধরবে মেহেরপুর প্রতিদিন। (চলবে..)

এ সংক্রান্ত আরো অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

মেহেরপুরে শ্রমিকের সাথে যোগ দিয়ে ভ্যান চালককে নির্যাতন, কারারক্ষীর মাথা ফাটালেন বিক্ষুব্ধরা

ভ্যান চালককে পেটানোর জের ধরে মেহেরপুর জেলা কারাগারের কারারক্ষী শামীম হোসেন (৩৫) কে বাটাম দিয়ে পিটিয়ে মাথা ফাটালো ভ্যান চালকের আত্মীয় স্বজন। শামীম হোসেন মেহেরপুর জেলা কারাগারে কর্মরত।
শুক্রবার (১ অক্টোবর) বিকাল ৫ টার দিকে মেহেরপুর ওয়াপদা মোড় বাসস্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে।
আহত শামীম হোসেনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলেও সাংবাদিকদের থেকে ঘটনা আড়াল করতে হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়েছেন।
স্থানীয়রা জানান, বিকালের দিকে সদর উপজেলার বেলেপাড়া এলাকার

বিমশারথ আলীর ছেলে ভ্যান চালক মোশাররফ হোসেন তার আত্মীয়কে বাসে তুলে দিতে ওয়াপদা বাসস্ট্যান্ডে আসেন। এসময় টিকিট কাউন্টারের বাস সালিক সমিতির দুই শ্রমিকের সাথে মোশাররফের বাক বিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে বাস মালিক সমিতির ওই দুই শ্রমিক গ্যান্ডারি দিয়ে পিটিয়ে আহত করে ভ্যান চালক মোশাররফকে। পরে খবর পেয়ে মোশাররফ হোসেনের লোকজন ঘটনাস্থলে আসেন। বাস মালিক শ্রমিকের লোকজনের সাথে আহত ভ্যান চালকের লোকজনের সাথে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে ধাক্কা ধাক্কি শুরু হয়।
এসময় কারারক্ষী শামীম হোসেনসহ কয়েকজন কারারক্ষী শ্রমিকদের সাথে যোগ দিয়ে ভ্যান চালক মোশাররফ হোসেনের লোকজনকে বেধড়ক পেটাতে থাকেন। এক পর্যায়ে গ্রামের লোকজন বেঞ্চের ভাঙ্গা বাটাম দিয়ে শামীম হোসেনের মাথায় আঘাত করে। পরে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন।
খবর পেয়ে সাংবাদিকরা হাসপাতালে গেলে উপস্থিত কয়েকজন কারারক্ষী সাংবাদিকের সাথেও অশালিন আচরন এবং স্ংবাদ লিখলে অসুবিধে আছে বলে হুমকী দেন। উপস্থিত সাংবাদিকরা এ অভিযোগ করেন।
এঘটনায় স্থানীয় শ্যামপুর ইউনিয়নের সদস্য কুতুব উদ্দীন বলেন আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে কারারক্ষী শামীম হোসেনকে মাথাফাটা অবস্থায় ও ভ্যান চালক মোশাররফ হোসেনকে হাসপাতালে আহতাবস্থায় পেয়েছি। কারারক্ষী শামীম হোসেনসহ কয়েকজন কারারক্ষী একজন নারী বন্দিকে বাসে তুলে দেওয়ার জন্য ওয়াপদা মোড় বাসস্ট্যান্ডে এসেছিলেন। আহত ভ্যান চালক মোশাররফ বলেন, আমি আমার আত্মীয়কে বাসে তুলে দিতে গিয়ে বাস মালিক সমিতির শ্রমিকদের নির্যাতনের শিকার হয়েছি। খবর পেয়ে আমার লোকজন আসলে দ্বিতীয় দফায় শ্রমিকের লোকজনের সাথে যোগ দিয়ে কারারক্ষীরা আমাদের লোকজনের উপর হামলা করেছে। আমি মামলা করবো।

মেহেরপুরে সম্প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলা হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ বাংলার খ্রিস্টান বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙ্গালী এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে সম্প্রীতি সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলার প্রশাসক ড. মোঃ মনসুর আলম খানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, বীর মুক্তিযুদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, আরিফুল এনাম বকুল, সহ বিভিন্ন উপজেলার চেয়ারম্যান, মেম্বাররা উপস্থিত ছিলেন। মেহেরপুরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক মন্ডলীরাও উপস্থিত ছিলেন এবং মেহেরপুর জেলার নানা শ্রেনি প্রেশার বিভিন্ন মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে অসুস্থ্য সংসারে নুরজাহানের চিকিৎসার প্রয়োজেন

স্বামী প্যারালাইজ্ড, সন্তান মানসিক ভারসাম্যহীন, এ দুজনকে দেখভাল করতে গিয়ে নিজেই মারাত্মক অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে গৃহবধু নুরজাহান । তার হার্টের একটি বাল্ব অকেজো হয়ে পড়েছে। দ্রুত অপারেশন করার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক। এ জন্য প্রয়োজন বড় অংকের টাকা। অন্যথায় তাকে মরতে হবে ধুকে ধুকে। বাঁচার আকুতি থাকলেও নেই টাকা। ঘটনাটি গাংনীর আযান গ্রামের। ওই গৃহবধুর স্বামীর নাম মোজাব উদ্দীন ।

জানা গেছে, মোজাব উদ্দীনের চার সন্তান। মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে ফকিরুল ইসলামকে নিয়েই তার সংসার। স্ত্রী নুরজাহানকে নিয়ে কোনমতে সংসার চলছিল। ৮ বছর আগে স্বামী মোজাব উদ্দীন স্ট্রোক করেন। এতে বাম হাত ও পা অকেজো হয়ে যায়। বাড়িতে গবাদি পশু লালন পালন করা ছাড়াও মানুষের দান দক্ষিণা নিয়ে সংসার খরচের পাশাপাশি স্বামীর চিকিৎসা করাতেন। আশা ছিল, স্বামীকে তিনি সুস্থ করে তুলবেন। কিন্তু হঠাত নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।

নুরজাহান অসুস্থ হলে তার মেয়ে ছাবিনা খাতুন স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকগন তাকে দ্রুত অপারেশনের পরামর্শ দেন। বিষয়টি অধিকতর নিশ্চিত হবার জন্য নুরজাহানকে নেয়া হয় ঢাকার ইবনেসীনা হাসপাতালে। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎক একেএম মহিউদ্দীন ভুইয়ার তত্বাবধানে চিকিৎসা নেন। হার্টের বাল্ব অকেজো হবার কথা বলে তিনিও অপারেশনের পরামর্শ দেন। টাকার অভাবে চিকিৎসা নিতে না পারায় নুরজাহান এখন মৃত্যু পথযাত্রী।

নুরজাহানের মেয়ে ছাবিনা জানান, বাবা মোজাব উদ্দীন ও ভাই ফকিরুলকে দেখা শোনা করতে গিয়ে মা নুরজাহান অসুস্থ হয়ে পড়ে। মায়ের উপরই নির্ভর ছিলো গোটা সংসার। ভাইদের মধ্যে একজন অসুস্থ। তারও সাংসারিক অবস্থা ভাল নয়। বাবা মাস তিনেক আগ থেকে বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন। মানসিক ভারসাম্যহীন ভাইটির জন্য সরকারী সহায়তা পান মাত্র ৫০০ টাকা। এ টাকা দিয়ে নিজেদেরই ওষুধ কেনা হয় না। এমন কোন সম্পদও নেই যা বিক্রি করে মায়ের চিকিৎসা করানো যাবে। অপারেশনের জন্য অন্ততঃ ৮ লাখ টাকা খরচ হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। মায়ের জিবন বাঁচাতে চিকিৎসার সহায়তা চেয়েছেন মেয়ে ছাবিনা খাতুন। তার বিকাশ ও নগদ হিসাব নম্বর ০১৯৩১৫১৮৮০৮।

গাংনীতে কালব এর ১২তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড (কালব) এর ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহাবুবুল হক মন্টু।

মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর সভাপতিত্বে বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মনিরজ্জামান মনি।

এসময় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারী ও কালব এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক কর্মচারী কো অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের আয় ব্যয় তুলে ধরা হয় এবং লটারির মাধ্যমে ৬৫ জন বিজয়ীকে পুরুস্কৃত করা হয়।

সভায় সংগঠনের সদস্য ও সঞ্চয় বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

গাংনীতে মাটিবোঝাই ট্রাক্টরের ধাক্কায় পা হারাতে বসেছেন প্রতিবন্ধী

রাস্তা পার হওয়ার সময় মাটি বহনকারী দ্রুতগামী ট্রাকটরের ধাক্কায় পা হারাতে বসেছেন প্রতিবন্ধী আব্দুল মান্নান (৬০)।

প্রতিবন্ধী আব্দুল মান্নান গাংনী পৌরসভার চৌগাছা গ্রামের মৃত আদালত আলীর ছেলে। দূর্ঘটনা ঘটিয়ে ট্রাক্টরের চালক ট্রাকটর নিয়ে পালিয়ে যায়।

আজ শনিবার (১ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদের প্রধান গেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতিবন্ধী আব্দুল মান্নান রাস্তা পার হচ্ছিলেন, এ সময় মাটি বহনকারী ট্রাক্টরটি বেপরোয়াগতিতে এসে বৃদ্ধ আব্দুল মান্নানকে ধাক্কা দেয়। এসময় মান্নান রাস্তার উপরে লুটিয়ে পড়লে ট্রাকটরের চাকা তার ডান পায়ের উপর দিয়ে চলে যায়। তার ডান পায়ের হাঁটুর নীচে ভেঙ্গো চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে যায়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

গাংনীতে পুলিশ সদস্যদের ব্রিফিং প্যারেড অনুষ্ঠিত

শারদীয় দূর্গোৎসব উপলক্ষে পুজার ডিউটিতে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের ব্রিফিং প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১ অক্টোবর) সকাল ১০ টার সময় গাংনী থানা কম্পাউন্ডে এই প্যারেড ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুর রাজ্জাক পুলিশ সদস্যদের এই ব্রিফ করেন।

এসময় গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিৎ কুমার নন্দী, সেকেন্ড অফিসার আব্দুর রাজ্জাকসহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার ও ডিউটিতে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ১৮ টি পুজা মন্ডপের সার্বিক নিরাপত্তা দিতে গাংনী থানার এসব পুলিশ সদস্যরা নিরলসভাবে দায়ীত্ব পালন করবে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গাংনী উপজেলার ১৮ টি পুজামন্ডপ রয়েছে। এসব পুজা মন্ডপগুলোর সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে সব ধরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। প্রতিটি পুজা মন্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের পাশাপাশি আনসার সদস্যরাও দায়ীত্ব পালন করবে।

মেহেরপুরে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যাক্তিদের সহয়তা প্রদান

মেহেরপুর জেলায় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ১২ জন কুষ্ঠ রোগীকে ছাগল, সেলাইমেশিন বিতরণ ও ২ কুষ্ঠরোগীকে ২০ হাজার টাকা করে ৪০ হাজার টাকা চেক প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অআলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন ডিরেক্টর এমবিডিসি ডিজিএইচএস অধ্যাপক ডাঃ সাকিল আহম্মদ।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ জওয়াহেরুল আলম সিদ্দিকী, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন প্রমুখ।

মেহেরপুরে গত কয়েক বছরে প্রায় ৫০০ নতুন কুষ্ঠরোগী সনাক্ত হয়। সরকারী তথ্যমতে বর্তমানে মেহেরপুর জেলা কুষ্ঠরোগের রেড জোন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। যে সমস্ত জেলায় প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে বছরে ৫ এর অধিক নতুন রোগী চিহ্নিত হয়, সেই সমস্ত জেলাকে রেড জোন হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় ।

মেহেরপুরসহ বাংলাদেশের মোট ১২ টি জেলা রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলায় কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণে সালোম ও দি এসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগিতায় কুষ্ঠরোগ নিমর্ ূলে কাজ করে যাচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিভাগের সকল কর্মীগণ কুষ্ঠ সম্পর্কে জেনে ও প্রাথমিক ভাবে রোগ চিহ্নিত করতে পারলে এ রোগের প্রতিবন্ধিতার হার কমবে ও সামাজিক কুসংস্কার অনেকাংশে দূরীভূত হবে।

অচিরেই কুণ্ঠজনিত সামাজিক সমস্যা দূর হবে ও রোগাক্রান্ত মানুষেরা পূর্ণ মানবিক মর্যাদা নিয়ে সমাজে বসবাস করতে সক্ষম হবে বলে মত প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানের বক্তারা ।

অনুষ্ঠান শেষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি ১২ জন কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যক্তিকে ছাগল ও সেলাইমেশিন এবং কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যাক্তিদের নিয়ে গঠিত ফেডারেশনে ২০ হাজার করে ২ জনকে চেক প্রদান করা হয়।

এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সালোম, মেহেরপুর এবং ‘দি লিপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ’।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন

বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে ৩২ তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে “Resilience of Older Persons in a Changing World”এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে র্যালি বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখান আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সভাপতি ডাঃ এম.এ বাশার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ ফজলের রাব্বি।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন প্রবীণ হিতৈষী সংঘের মেহেরপুর জেলার শাখার সাধারণ সম্পাদক মো: আবুল কালাম, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব:)এম এ মালেক। উপস্থাপনায় ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নুরুল

আহমেদ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এই অনুষ্ঠানের সহযোগীতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রবীণ হিতৈষী সংঘের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম।